মালাকরহীন কাননে নীলাঞ্জনা ডালিয়া

হিফজুর রহমান

উপক্রমণিকা

অনেকদিনই মৌলিক লেখা খুব একটা হয়না। ফরমায়েশি লেখাতেই সময় কেটে যায় বেশি। ইউএনডিপির জন্যে একটি পুস্তক রচনা করছি এমন সময় ভ্রাতৃসম বন্ধু ও কর্ণফুলী'র প্রধান সম্পাদক বনি আমিনের অনুরোধ এলো ধারাবাহিকভাবে একটি উপন্যাস লেখার। সেও তার অনলাইন ম্যাগাজিন কর্ণফুলিতে। চট্টগ্রামের কর্ণফুলির স্বচ্ছ স্রোতধারার সাথে যোগাযোগ আমার অনেকদিনেরই। পড়াশোনা করেছি ওখানে বেশ কিছুদিন, একাত্তুরের যুদ্ধযাত্রাও সেখান থেকেই। বিবাহও সেখানে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার প্রতিও আমার দুর্বলতা কম নয়, নানাবিধ কারণে। এতোসব কারণে বনি'র অনুরোধ ফেলতে পারলামনা বা বলতে পারলামনা 'আমার লেখা তোমার অনুপম-সমৃদ্ধ ম্যাগাজিনের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত না হবারই আশংকা বেশি।' তারপরও এই সুযোগ পেয়ে মালকোঁচা বেঁধে আবার ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম মৌলিক লেখালেখির উত্তাল সমূদ্রে। জানিনা সাঁতরে ফিরতে পারবো কি না।

একটা মজার ব্যাপার না বললেই নয়। আমার অস্ট্রেলীয় দূতাবাসে দীর্ঘদিন চাকুরী করা কালে বনির সাথে পেশাগত বিরোধ ছিল ভয়ংকর। আমি আমার দিক থেকে কোন ছাড় দিতামনা, আর বনিও তার লড়াই চালিয়ে যেতো দাঁতে দাঁত চেপে। অধিকাংশ সময় আমি জিতেছি সম্ভবতঃ। তবে বনিও আমাকে হারিয়েছে বহুবার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অস্ট্রেলীয় দূতাবাসের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অফিসার হিসেবে আমাকে রিফিউজি কেসগুলো লড়তে হতো অস্ট্রেলীয় সরকারের হয়ে। আর বনিকে লড়তে হতো তার মক্কেলদের হয়ে। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই লড়াই চলেছে ওর সাথে। কিন্তু, আমরা দু'জন সামনা সামনি হলেই সবে ভুলে ব্যক্তিগত সম্পর্কে ফিরে যেতাম, পেশাগত কথা বলতামনা মোটেও। তবে, অস্ট্রেলীয় দূতাবাসের চাকুরী ছেড়ে অস্ট্রেলিয়া বেড়াতে যাবার পর ডার্লিং হারবারের একটি অতি ব্যয় বহুল রেস্তোরাঁয় দাওয়াত দিলো বনি এবং পেয়ালায় চমুক দিতে দিতে আমার ডাক নাম ধরে বললো, 'বাবুল ভাই, কা - জা - - এর কেসটা কিন্তু আপনি শেষ পর্যন্ত জিততে পারলেন না।' এই ছিল ওর সাথে পেশাগত সাকুল্য কথা।

যাই হোক এই উপন্যাস প্রসঙ্গে আসি। এতে মূল দু'টি চরিত্র দেবাশীষ ও নীলাঞ্জনা ডালিয়া। মানুষের নানা রকম অবসেশন থাকে। লেখক হিসেবে আমার একটা অবসেশন আছে প্রিয় পুরুষ চরিত্র হলেই তার ওপর দেবাশীষ নামটা আরোপ করে দেয়া। এবং ইদানিং যেহেতু

ডালিয়া নামটার প্রতি এক ধরণের বৈরাগ্য আছে, সেজন্যে কোন দ্বিচারিণী-ত্রিচারিণীর চরিত্র মন্থন করতে গেলে তার ওপর ডালিয়া নামটা আরোপ করে দেবো এমনই সিদ্ধান্ত ছিল আমার।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা, এই উপন্যাসের অনেকানেক চরিত্রের সাথেই অনেকে তাদের জীবনের মিল খুঁজে পেতে পারেন। কারণ আমরা এই সমাজেরই জীব এবং এই সমাজেরই ঘটমান বিষয়সমূহ আমাদের লেখায় ফুটে উঠতে পারে। ভালো-মন্দ সব চরিত্র এই সমাজ থেকেই নেয়া। তাতে আপনাদের অনেকেরই চরিত্রের মিল খুঁজে পেতে পারেন, আবার ব্যক্তি আমারও কখনো কখনো কোথাও আরোপিত হয়ে যাবার আশংকাতো রইলোই। যদি মিলেই যায়, ধরে নেবেন সেটা নিতান্ত অনবধানতাবশতঃ এবং অনিচ্ছাকৃত। আর না মিললেতো ধোলাই অভিযান থেকে বেঁচে যাবার সুযোগ রইলোই।

প্রিয়বর বনি আমিনকে অনুরোধ করলাম প্রকাশ্যেই, উপন্যাসের শিরোনামে ডালিয়া নামের আগে নীলাঞ্জনা শব্দটি বসিয়ে দিতে। কারণ ওটা আমার অনেক প্রিয়।

আজ এইটুকুই। আগামী সপ্তাহ থেকে দেখা হবে নীলাঞ্জনা ডালিয়া এবং দেবাশীষ এর গল্প নিয়ে।

অলমতি বিস্তরেণ,

হিফজুর রহমান, ঢাকা
E-mail: hifzur@dhaka.net

হিফজুর রহমান, ঢাকা